কালের কণ্ঠ

তারিখ ..25 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...১...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে কোনো আপস নয়

একসময় বলা হতো ঢাকা শহরে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন গজাচ্ছে। এখন সেই কথাটি যেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিক্ষা যখন একটি লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্যের রূপ নিয়েছে তখনই বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিক ব্যবহার এখন এমন পর্যায়ে গেছে যে শিক্ষার মান নিয়ে অহরহই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। শিক্ষকতার মতো মহান পেশাও এখন প্রশ্নবিদ্ধ নৈতিকতার মাপকাঠিতে। দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার নামে সনদপত্রের ব্যবসা করে, এমন অভিযোগ অনেক পুরনো। এ অভিযোগের সত্যতাও মিলেছে। দেশের বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মকানুনেরও ধার ধারে না। মানসম্মত শিক্ষক নেই। নিজস্ব ক্যাম্পাস থাকার কথা থাকলেও বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় চলে ভাড়া বাড়িতে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মার্কেট, রেস্তোরাঁ ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ওপরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস হতে দেখা যায়। এমনই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়েছিলেন শিক্ষাসচিব। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একজন উপপরিচালককে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজধানীর পান্থপথে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ও অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস পরিদর্শনে গিয়ে যা দেখেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ এসেছে কালের কণ্ঠের প্রতিবেদনে। একটি ভালো মানের স্কুলে যে শিক্ষা উপকরণ, অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরি থাকা প্রয়োজন, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের তা-ও নেই। খুপরি ঘরের মতো শ্রেণিকক্ষ। প্রযুক্তিগত কোনো সুবিধা ছাড়াই শুধু কম্পিউটার মনিটর দিয়ে সাজানো হয়েছে ল্যাবরেটরি। নেই কোনো সিপিইউ। লাইব্রেরিতেও নেই প্রয়োজনীয় বইপত্র, নেই আসবাব। ৫০০ শিক্ষার্থীর জন্য পাঁচজন শিক্ষক, একজন শিক্ষককে সপ্তাহে ৪০টি ক্লাস নিতে হয়। শিক্ষকদের বেশির ভাগই বয়সে তরুণ। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যায়, সদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আসা তরুণদের নামমাত্র বেতনে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা আসবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মানের হতে হবে। একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করে। অনৈতিকতার আশ্রয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম না মেনে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। এরই সুযোগ নিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অনেক মানহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকারের তদারকি না থাকায় এত দিন নির্বিঘ্নেই চালিয়ে এসেছে অনৈতিক শিক্ষা বাণিজ্য। এটা বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। এখনই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। দূর করতে হবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনিয়ম।